ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৫৩ ● কলকাতা ● ১১ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● শনিবার ● ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভক্ত না থাকলে আমাদের কোনো মূল্য নেই: অমিতাভ

পৃঃ ৫

রিয়ালে বদলে যাচ্ছে এমবাপ্পের জার্সি নম্বর?

পৃঃ ৬

শাহজাহানের দুর্নীতির খোঁজ!

সকাল থেকে ৬ জায়গায় ইডি-র ম্যারাথন তল্লাশি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রের সকালে ফের সক্রিয় ইডি । এবার পুলিশের খাতায় 'ফেরার' সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' ব্যবসায়ীদের বাড়িতে চলছে ম্যারাথন তল্লাশি। সূত্রের খবর, আমদানি-রফতানি ব্যবসা সংক্রান্ত একটি মামলাতে এদিন হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ মোট ছ'জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।সেই ঘটনার পর ৪৭ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও অধরা সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা। এদিকে চলতি মাসের শুরুতে শাহজাহানের সঙ্গী উত্তর সর্দার, শিবু হাজরাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সন্দেশখালির মহিলারা। দফায় দফায় উত্তপ্ত হয় ওঠে এলাকা।মজুত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। সূত্রের খবর,সম্প্রতি আমদানি-রফতানির - ব্যবসায় অনিয়ম নিয়ে নতুন করে দায়ের হওয়া ইসিআইআর এর ভিত্তিতেই শুরু হয় তদন্ত। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকাল ৭টা নাগাদ হাওড়ার হালদারপাড়া এবং কলকাতার বিজয়গড়ের একটি ঠিকানায় পৌঁছে যান ইডি অফিসাররা। চলছে তল্লাশি।

ওদিকে হাওড়ার হালদারপাড়ায় পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত নামের এক চিংড়ি ব্যবসায়ীর বাড়িতেও তল্লাশি চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ব্যবসায়ী চিংড়ি

এরপর ৩ পাতায়

কর্নাটকে ভোট প্রচারে কংগ্রেসের অভিযোগ নিয়ে মামলা,

কোর্টের সমন রাহুলকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'য় রয়েছেন রাহুল গান্ধী। তার মধ্যেই আদালতের সমন পেলেন কংগ্রেস নেতা। শুধু তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে সমন পেয়েছেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। পুরনো এক মামলায় আদালতে তাঁদের হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।নির্বাচন মিটলেও সেই পোস্টার বিতর্কের নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। রাহুল, সিদ্দারামাইয়া এবং ডিকে শিবকুমারের বিরুদ্ধে সাংসদ-বিধায়ক বিশেষ আদালতে মামলা করেছিলেন বিনোদ কুমার নামে এক আইনজীবী। তাঁর অভিযোগ ছিল, কংগ্রেস মিথ্যা অভিযোগ তুলে প্রচার করেছে। এতে বাসবরাজ বোম্মাই-সহ ততকালীন বিজেপি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। সেই মামলার শুনানিতে শুক্রবার রাহুলদের সমন পাঠাল আদালত। আগামী ২৮ মার্চ আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিন জনকেই। যদিও কংগ্রেসের তরফে এ ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। গত বছর কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ততকালীন বিজেপি সরকারকে নিশানা করতে গিয়ে রাজ্য জুড়ে কিছু পোস্টার দিয়েছিল কংগ্রেস।সরকারের বিরুদ্ধে 'দুর্নীতি'র অভিযোগে তুলে সরব হয়েছিল তারা। পোস্টারের উপরে বড় হরফে লেখা ছিল 'পে সিএম'। আর

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালিতে ফের উত্তেজনার আগুন

পৌঁছলেন ডিজি রাজীব কুমার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে সকাল সকালই ফের ছড়াল উত্তেজনা। এদিন বেড়মজুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছারিবাড়ি এলাকায় তৃণমূলনেতা অজিত মাইতির বাড়িতে হামলা চালালেন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। চলল ভাঙচুর। লাগিয়ে দেওয়া হল আগুন। এমনকি, তৃণমূল নেতাকে জুতো দিয়ে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী।সন্দেশখালি রয়েরমারির ঘোজাপাড়া এলাকার হরেন্দ্রনাথ সর্দার , করুণা মণ্ডল সর্দার, লক্ষ্মী সর্দার সহ এলাকার মানুষের অভিযোগ, এলাকার মানুষ বিরোধী দলকে সাপোর্ট করেন, তাই আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় নাম আসার পরেও শেখ শাহজাহান সেই নাম কেটে দিয়েছিল। আমফানে বাড়ি ঘর ভেঙে পড়েছে , ত্রিপল দেয়নি এমনকি সরকারের যে ক্ষতিপূরণের কুড়ি হাজার টাকা সেটাও দেয়নি। বার্ধক্য ভাতার নাম আসার পরে সেই নাম তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে। কেন নাম কাটা দেওয়া হয়েছিল সেই কথা জিজ্ঞাসা করতে গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।ঘটনার পরেই সন্দেশখালি বেরমজুর এক ও দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি জানান এডিজি সাউথ বেঙ্গল সুপ্রতিম

এরপর ৩ পাতায়

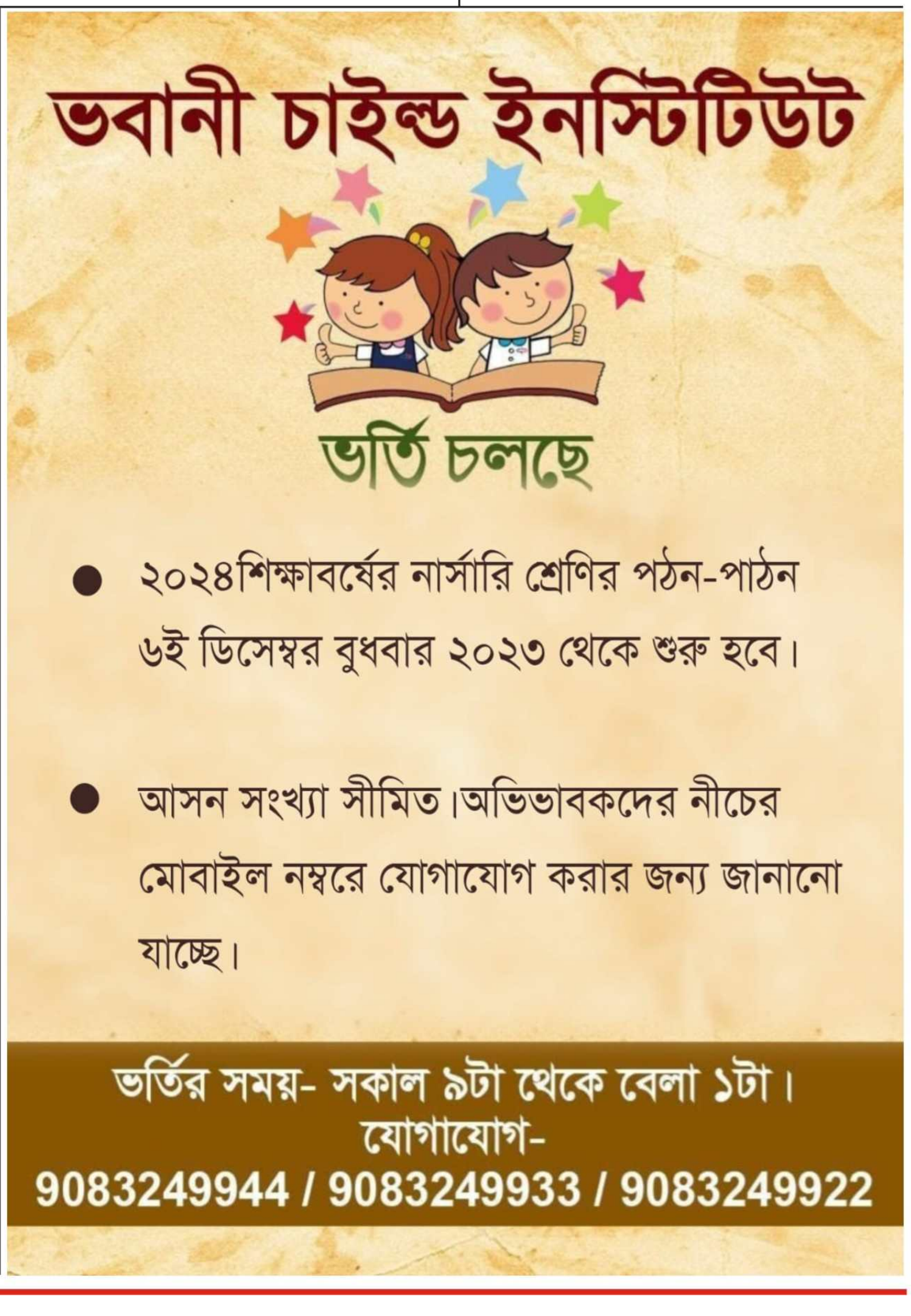

সিল সই জাল করার অপরাধে গ্রেফতার এক

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : নোটারি সই এবং সিল জাল করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল নবদ্বীপ থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার দুপুরে। দীর্ঘদিন ধরে নোটারি অফিসারের সই এবং সিল জাল করে বেআইনি নথিপত্র তৈরি করার কাজ করছিল বিশ্বজিৎ দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি। নবদ্বীপের একমাত্র নোটারি দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ১৫জুন ২০২৩ সালে নবদ্বীপ থানায় অভিযোগ করেন সিল, সই জাল করে কেউ কাজ করছে কাজ করছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নবদ্বীপ থানার পুলিশ দীর্ঘদিন পরে নবদ্বীপ ১ নম্বর ওয়ার্ডের মালঞ্চ পাড়ার চন্দ্র কলোনি থেকে বিশ্বজিৎ দেবনাথ নামে একজনকে গ্রেফতার করে। অপর আরেকজন অভিযুক্ত প্রণব কুন্ডু তিনি পলাতক পুলিশ তাকে খুঁজছে।

নবদ্বীপের বার এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক ও নবদ্বীপের একমাত্র নোটারি দিলীপবাবু বলেন ১৯৯৬ সাল থেকে একাই আমি নবদ্বীপের নোটারি। বেশ কিছুদিন যাবৎ আমি লক্ষ্য করছিলাম আমার নোটারি সংখ্যা কমে আসছে, আমি ভাবছি কৃষ্ণনগর থেকে নোটারি করে নিয়ে আসছে। কোভিড ১৯ পরপরই এরকম ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে তিনি অনুমান করছেন। একটা পুরনো কাগজও তিনি পেয়েছেন বলে জানান। বৃহৎ কিছু উদ্দেশ্য আছে বিভিন্ন মা নিটরিং এর মাধ্যম দিয়ে বাংলাদেশ সহ বেশ কিছু জায়গায় চোরা চালান এর ব্যাপারে নোটারি প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত অসৎ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে এই সই এবং সিল জাল করেছে বলে তিনি মনে করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার ধৃতকে নবদ্বীপ আদালতে হাজির করা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭২, ৩৪ ধারায় মামলা রজুর করেছে। অভিযুক্তের আইনজীবী সুব্রত গুঁই বলেন ধৃতরা পরিস্থিতির শিকার। যাতে তাড়াতাড়ি প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে তার জন্য আদালতের কাছে আবেদন রাখছি। দিলীপবাবু বলেন এইভাবে সরকারি সিল চুরি করার অপরাধে সরকারের বদনাম পুলিশ সঠিক তদন্ত করে এর সমাধান করার চেষ্টা করুক এটাই আমার আবেদন।

আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়া নিয়ে উত্তাল

সমীর দাস, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : গত কয়েকদিন ধরেই আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়া নিয়ে উত্তাল হচ্ছে বাংলার রাজনীতি। ঘটনাচক্রে দেখা গেছে আধার নিষ্ক্রিয় হয়েছে মূলত মতুয়া, নমঃশূদ্র , উদ্বাস্তু ও এস সি/এস টি দের। আজ কোলকাতার রাজপথে তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।এই প্রতিবাদ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল এর রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পর এবার আধার নিষ্ক্রিয় করার প্রতিবাদে মতুয়া, নমঃশূদ্রদের আধার কার্ড বাতিলে কেন্দ্রকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।সূত্রের খবর, দেশজুড়ে ৩২ কোটি আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে। এর মধ্যে এ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, জলপাইগুড়ি, হুগলি ও মালদহ, দুই দিনাজপুর,বাঁকুড়া,কোচবিহার সহ একাধিক জেলার প্রায় দুলক্ষ কার্ড রয়েছে। কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে একদিকে যেমন ব্যাঙ্কে লেনদেন করা যাচ্ছে না, মিলছে না সরকারী প্রকল্পের সুবিধা। অন্যদিকে রেশন মিলছে না। আশঙ্কা, এর পর ভোটার কার্ডও নিষ্ক্রিয় করা দেওয়া হবে। বিপদে ও হতাশায় পরেছে স্কুল ছাত্র, ছাত্রী থেকে শুরু করে চাষী,ছোট ব্যবসায়ী, চাকরীজীবি সকলেই। আতঙ্কে গ্রামের মানুষ কান্নাকাটি ও অসহায় বোধ করছেন।সবার ধারনা হচ্ছে অসমের মতো এ রাজ্যেও 'ডি-ভোটার' বা 'ডাউটফুল ভোটার' করে রাখা হবে।

রঞ্জিত সরকার বলেছেন, যাদের কার্ড বাতিল হয়েছে তাঁদের অধিকাংশই ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের জবকার্ড হোল্ডার। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন,অধিকাংশ ক্ষেত্রে মতুয়া, নমঃশূদ্র, উদ্বাস্তু, তফসিলি জাতি এবং গরিব মানুষের আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। তাঁদের জন্য গত মঙ্গলবার থেকেই রাজ্য সরকার চালু করছে 'আধার গ্রিভান্স পোর্টাল অব গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল'। যাঁদের আধার কার্ড বাতিল হয়েছে, তাঁদের বলছি, এই পোর্টালে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করুন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রাজ্যের উদ্যোগে বিকল্প কার্ড দেওয়া হবে। এই কার্ড দেখিয়েই মিলবে সরকারি পরিষেবা। রঞ্জিত সরকার আরো বলেছেন,আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে মানুষ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারছেন না। তাঁরা যাতে ভোট দিতে না পারেন সেই চক্রান্ত করেছে বিজেপি'। এর প্রতিবাদে কলকাতা ধর্মতলার ট্রাম ডিপো থেকে হাজার হাজার নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায় সাধারণ মানুষ পদযাত্রার মধ্য দিয়ে গান্ধী মূর্তি পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়।

এরপর ৩ পাতায়

৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর এর গাংনদীয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের নতুন ভবনের কাজের সূচনা

হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : ১৯৭৪ সাল থেকে পথ চলা শুরু। নিজেরা চাঁদা দিয়ে ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদান করে এলাকার উন্নতির জন্য সকল ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন এলাকাবাসী। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গাং নদীয়া গ্রামে অবস্থিত মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রটি। ২০১১ সালের সরকারিভাবে অনুমোদন পায়। ছিলনা পাকা ঘর পাঠদানের মতো উপযুক্ত পরিবেশ তবুও প্রচেষ্টা থেমে থাকে নি। প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা চালিয়ে গেছে এই শিক্ষা কেন্দ্রে। আজ ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেই মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণের সূচনা হল। এই গাংনদীয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পাকা ভবন নির্মাণের সূচনা হয় এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের উদ্যোগে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু দপ্তরের পক্ষ থেকে এই ভবন নির্মাণের জন্য পয়ত্রিশ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। মন্ত্রী তজমুল হোসেন জানান এলাকার শিক্ষা বিস্তারে এই মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। ভবনটি এতদিন পাকা করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবারে এই মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের পাকা ভবন নির্মাণ করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে।সেই অর্থ দিয়ে আজ থেকে কাজ শুরু হল।বিশেষ করে স্কুলগুলির উপর নজর দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই আমরা। মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের করানিক শেখ রবিউল ইসলাম জানান দীর্ঘদিনের লড়াই আজ সফল হয়েছে। একটি শিশু জন্ম নিলে যেমনটা খুশি হয় ঠিক তেমনই খুশি হয়েছি আমরা। এই শিক্ষা কেন্দ্রের আরও কমপক্ষে ৮টি ঘরের প্রয়োজন এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণের দরকার। এই বিষয়টির উপর বিশেষ করে নজর দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের এলাকার মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শেখ শাজাহানের গ্রেফতার শুধু সময়ের অপেক্ষা - এমনই ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যপাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সেই ৫ জানুয়ারী থেকে সন্দেশখালির বাঘ, তৃণমূল নেতা শেখ শাজাহান সংবাদের শিরোনামে। ইডি,পুলিশ, রাজ্যপাল, আদালত সবকিছুর পরেও যখন শাজাহানকে গ্রেফতার করা যায় নি, তখন রাজ্যপালের একটা মন্তব্যে সন্দেশখালির মানুষ আশার আসলো দেখছেন।

একেই আগের দিন ডিজি রাজীব কুমার সারাদিন সন্দেশখালি ঘুরেছেন। আবার আজ সকালেই পৌঁছে গেছেন সন্দেশখালি। আর ঠিক সেই অবস্থায় সামনে আসলো রাজ্যপালের একটি মন্তব্য। শুক্রবার শহরে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে রাজ্যপাল বোস বলেন, "খুব তাড়াতাড়ি আপনারা ভাল খবর শুনতে পাবেন। সুরঙ্গের শেষে আলো দেখতে পাওয়া যাবে।" ইতিমধ্যেই শাহজাহানের দুই হাত উত্তম সর্দার ও শিবু হাজরা গ্রেফতার হয়েছেন। কিন্তু তাতেও ক্ষোভ প্রশমিত নয়। বরং আরও জোরাল হয়েছে শাহজাহানকে গ্রেফতারের দাবি। কেন পুলিশ শাহজাহানকে ধরতে পারছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতেই রাজ্যপালের এই মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

কংগ্রেস তৃণমূলের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালিয়াচক

আমিরুল ইসলাম,মালদা : নিউজ সারাদিন : কংগ্রেস তৃণমূলের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালিয়াচক। শুক্রবার সকালে তৃণমূলের কয়েকজন দুষ্কৃতি হামলা চালায় কংগ্রেস প্রধানের বাড়িতে। কালিয়াচকের সিলামপুর ২ পঞ্চায়েতের প্রধান ফিরোজা বিবির স্বামী নাসিরুদ্দিন শেখ ও দুই ভাইকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। প্রধান ফিরোজা বিবি ও তার স্বামী পঞ্চায়েতের অডিট করাতে কলকাতা গিয়েছিলেন। রাতেই কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে। এদিন সকালে তার বাড়ির সদর দরজায় কয়েকজন কড়া নাড়াই। এবং দরজা খুলতে বলে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ওপর হামলা চালায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। তৃণমূল দুষ্কৃতীরা প্রধানের স্বামী নাসিরুদ্দিন কে হাসুয়া দিয়ে কোপাতে শুরু করে। তাকে ছুটাতে আসে তার স্ত্রী ও তার দুই ভাই। তাদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। একের পর এক তিনজনকে কুপিয়ে দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে চলে যাই দুষ্কৃতীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাই সিলামপুর গ্রামীন হাসপাতালে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় চিকিৎসোগরা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন

মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মনোহর যোশীর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মনোহর যোশীর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন। শ্রী যোশী ২০০২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত লোকসভার অধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রী মোদী বলেছেন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শ্রী যোশী রাজ্যের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি বলেন, লোকসভার অধ্যক্ষ থাকার সময়ে শ্রী যোশী সংসদীয় কাজকর্মকে আরও প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহণমূলক করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

এক্স পোস্টে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"শ্রী মনোহর যোশীজির প্রয়াণে ব্যথিত। বর্ষীয়ান এই নেতা বছরের পর বছর ধরে জনসেবার কাজ করে গিয়েছেন এবং পুরসভা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শ্রী যোশী রাজ্যের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি বলেন, লোকসভার অধ্যক্ষ থাকার সময়ে শ্রী যোশী সংসদীয় কাজকর্মকে আরও প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহণমূলক করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন। বিধায়ক হিসেবেও তাঁর কর্মদক্ষতা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চারবার তিনি বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর পরিবার এবং অনুগামীদের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।"

জগন্নাথ মন্দিরের পর এবার দিঘায় হবে রাম মন্দির?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাঙালি হাতের কাছে চলে আসছে 'পুরী।' সমুদ্র আর জগন্নাথের টানে আর ভিনরাজ্যে ছুটে যাওয়ার দরকার নেই। কিছুদিনের মধ্যেই দিঘার বুকে খুলে যাবে জগন্নাথ ধাম। সৈকত শহরে সেই মন্দিরের প্রস্তুতি তুঙ্গে। তবে শুধুই কি জগন্নাথ ধাম, নাকি দিঘায় এবার তৈরি হবে রাম মন্দিরও? বিজেপি নেতা তপন মাইতি বলেন, বহু পর্যটক আসেন দিঘায়।

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

শাহজাহানের দুর্নীতির খোঁজ! সকাল থেকে ৬ জায়গায় ইডি-র ম্যারাথন তল্লাশি

মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। যদিও আরও অনেক ব্যবসাও রয়েছে তার। ইডি সূত্রে খবর, আমদানি-রফতানির ব্যবসায় জমি-ভেড়ির টাকার বিনিয়োগ, সীমান্ত পার করে মাছ বা অন্যান্য সামগ্রী রফতানি করা হত কি না, সেই সমস্ত বিষয়েই খোঁজ নিতে চলছে তল্লাশি। বিজয়গড়ে ব্যবসায়ী অরূপ সোমের বাড়িতেও পৌঁছে গিয়েছে ইডি। শুরু হয়েছে তল্লাশি। তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের সঙ্গে এই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলে খবর মিলেছে ইডি সূত্রে। এরা সকলেই আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে শাহজাহান এবং তার সঙ্গী শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারদের বিরুদ্ধে জমি জবরদখল করে ভেড়ি বানানো, মুরগির খামার বানানোর মতো বহু অভিযোগ রয়েছে। এবার সেই সবের সূত্র ধরেই ময়দানে ইডি। এর আগে গত ৫ই জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে শাহজাহানের ঠিকানায় হানা দেয় ইডি। তবে তৃণমূল নেতার অনুগামীদের হাতে মার খেয়ে এলাকাছাড়া হতে হয় তাদের। ইতিমধ্যেই ধর্ষণ, খুন সহ একাধিক অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল নেতা উত্তম ও শিবু। তবে এখনও পর্যন্ত শাহজাহানের টিকির নাগাল পায়নি পুলিশ। সন্দেশখালিকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত শাহজাহান এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালিতে ফের উত্তেজনার আগুন পৌঁছলেন ডিজি রাজীব কুমার

সরকার। বেড়মজুরে পৌঁছন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। এদিন এডিজি সাউথ বেঙ্গল সুপ্রতিম সরকারের সঙ্গে এলাকা পরিদর্শন করে গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। স্পষ্ট বলেন, "সংবাদমাধ্যমকে নিজের ভূমিকা একটু দেখতে হবে। আমাদের সবাইকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিছু লোক চায় না মানুষের সমস্যা সমাধান হোক, তাই আর্টিফিশিয়াল আগুন লাগানো হচ্ছে। এসব করে পুলিশকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা চলছে। এখানে আইনের শাসন ছিল না আমরা মানছি ,আপনারা কোথায় ছিলেন আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব।" এদিন রাজীব কুমারের সঙ্গেই ছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরা। রাজীব কুমার এলাকায় পৌঁছনোর পরেও দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় বেড়মজুরে। একটা সময়ে রীতিমতো পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় এলাকার মহিলাদের। রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে হয় পথ অবরোধ। রাস্তার মাঝে শুয়ে পড়ে এলাকায় ঢুকতে বাধা দেন এলাকার বাসিন্দারা। সব মিলিয়ে এলাকায় ছড়ায় তীব্র উত্তেজনা। শুক্রবার শেখ শাহজাহান অনুগামী তৈয়েব খানের মাছের ভেড়ির আলা ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল গ্রামের মানুষ। সন্দেশখালির কাছারি এলাকায় সকাল সকালই ঘটে এই ঘটনা। এলাকার মানুষের অভিযোগ, তৈয়েব খান শেখ শাহজাহানের হয়ে এলাকার মানুষের জমি দখল করে মাছের ভেড়ি করেছিল। কোনও রকম টাকা পয়সা দিত না, টাকা পয়সা চাইতে গেলে হুমকি দিত। তাই আজ এলাকার মানুষ একজোট হয়ে সেই মাছের ভেড়ির আলা ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে জানা গিয়েছে।গ্রামবাসীর অভিযোগ, বিরোধী দল করে তাই আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় নাম আসার পরেও সেই নাম কেটে দিয়েছে, বিধবা ভাতার তালিকায় নাম আসার পরেও সেই নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, বার্ধক্য ভাতা করে দেওয়া হয়নি। আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রিপল বা সরকারের ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়নি। এতদিন অসহায় অবস্থায় ছিল কয়েকশো পরিবার।

২ পাতার পর

জগন্নাথ মন্দিরের পর এবার দিঘায় হবে রাম মন্দির?

অনেকেই সমুদ্রে স্নান করার পর মন্দিরে যেতে চান। তাছাড়া দিঘা জুড়ে দুষ্কৃতী হানা বাড়ছে, পরিবেশ খারাপ হচ্ছে। তিনি চান, রাম মন্দির তৈরি হওয়ার পাশাপাশি মেডিটেশন সেন্টারও তৈরি হোক। সেই মন্দিরের জন্য ২ একর জমির জন্য আবেদন জানিয়েছে ওই কমিটি। জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি বলেন, আমি চাই আগে জগন্নাথ মন্দির তৈরি হোক। সেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। রাম মন্দিরে আপত্তি নেই, তবে জগন্নাথ মন্দির তৈরি হওয়ার পর রাম মন্দিরের কথা ভাবা যাবে। এমনকী দিঘায় মসজিদ নির্মাণের দাবিও উঠেছে সম্প্রতি।রাজ্যের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র দিঘায় যাতে রাম লালার মন্দির তৈরি করা হয়, সেই আবেদন জানানো হয়েছে। ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ব্যবসায়ী কমিটি (দিঘা) ও সনাতনীবৃন্দের তরফ থেকে রাম মন্দির তৈরি আবেদন জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার কমিটির সদস্যরা দিঘায় মিছিল করে ঘুরে দিঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা করেন। কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, দিঘায় বহু ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাগম ঘটে। তাঁদের কথা ভেবেই রাম মন্দির তৈরি করা হোক। দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌভিক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা স্মারকলিপি গ্রহণ করেছি। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

২ পাতার পর

আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়া নিয়ে উত্তাল

সেখানে প্রায় ৪ ঘন্টা ধরে ধর্নায় বসে থাকেন রঞ্জিত সরকার সহ রাজ্য ও জেলা স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বৃন্দ। পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া মতুয়া নমঃশুদ্র ও উদ্বাস্তু উন্নয়ন পরিষদ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। সকলের মধ্যেই ক্ষোভের উত্তাপ দেখা গেছে। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, রঞ্জিত সরকার চিঠি দিয়েছেন, এবং আলোচনা হয়েছে, এর সমাধানের দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী , এবং রঞ্জিত সরকারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা পাঠিয়েছেন। যাহাতে কেউ আতঙ্কিত না হয়। সমস্ত রকম সহযোগিতা ও বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন।

১-ম পাতার পর

কর্নাটকে ভোট প্রচারে কংগ্রেসের অভিযোগ নিয়ে মামলা, কোর্টের সমন রাহুলকে

ছিল ই-ওয়ালেটের কিউআর স্ক্যানকোড, তার নীচে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাইয়ের ছবি। সেখানে লেখা '৪০ শতাংশ নেওয়া হয়'। বাসবরাজের ছবি দিয়ে ওই পোস্টার নিয়ে হইচই শুরু হয়েছিল কর্নাটকে। ওই পোস্টারে বিজেপির বিরুদ্ধে ৪০ শতাংশ কমিশন নেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। সেই পোস্টারে একটি ওয়েবসাইটও দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে ওই ওয়েবসাইটে জানাতে পারবেন রাজ্যবাসী। পরে অবশ্য পুলিশ সেই সব পোস্টার খুলে দেয়।

পৃথক ভূমিজ উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবি মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নবান্নের সভাঘরে জঙ্গলমহলের চার জেলার (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর) কুড়মি ও জনজাতি সামাজিক সংগঠনগুলির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা ও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি সঞ্জয় বনশল। বিভিন্ন জনজাতি সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদাও। বৈঠকের পর ভারতীয় ভূমিজ সমাজের নেতা নিত্যলাল সিং বলছেন, "পৃথক ভূমিজ উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবি মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিয়েছেন। নতুন ওই পর্ষদকে দুকোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন।" লোধা-শবর সংগঠনের তরফে জানানো হয়, ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গ লোধা-শবর উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হলেও মাত্র এক কোটি টাকা মিলেছে। পর্ষদের স্থায়ী ঠিকানা নেই। গুপ্তমণি মন্দির সংস্কারও হয়নি। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের (বাদল কিস্কু গোষ্ঠী) ঝাড়গ্রাম জিলা পারগানা চাঙ্গা হাঁসদা বলেন, "সাঁওতালি শিক্ষা পর্ষদ গঠন, জাহের থানগুলির সংস্কারের জন্য বরাদ্দ, জাল জাতিগত শংসাপত্র বাতিল-সহ বিভিন্ন দাবি জানিয়েছি। উনি আশ্বাস দিয়েছেন। আদিবাসী পড়ুয়াদের স্টাইপেন্ড বাড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" তবে ভারত মুন্ডা সমাজের রাজ্য নেতা নবীনচন্দ্র সিং জানান, মুন্ডারি ভাষার স্বীকৃতি, বিরসা মুন্ডা অ্যাকাডেমিতে মুন্ডা প্রতিনিধি রাখা নিয়ে কোনও প্রতিশ্রুতি পাননি। সরকারি কুড়মি উন্নয়ন পর্ষদের প্রতিনিধিরাও হাজির ছিলেন। কুড়মিদের মূল দাবি, তাদের জনজাতি তালিকাভুক্তির স্বপক্ষে রাজ্যকে পুনরায় কমেন্টস ও জাস্টিফিকেশন-সহ সিআরআই রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এ বিষয়ে রাজ্য পদক্ষেপ করছে। একই সঙ্গে স্মরণ করিয়েছেন, কুড়মালিকে রাজ্য ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, কুড়মি উন্নয়ন পর্ষদ হয়েছে, করম পরবে পূর্ণ ছুটি দিয়েছে রাজ্য। কুড়মি উন্নয়ন পর্ষদে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পর কুড়মি সমাজের (পশ্চিমবঙ্গ) সভাপতি রাজেশ মাহাতো বলেন, "আলোচনা ভাল হয়েছে।" বৈঠকে যাননি আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল মানতা (মুখ্য উপদেষ্টা) অজিতপ্রসাদ মাহাতো। তবে তাঁর সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সুজিত মাহাতো ও রাজ্য সভাপতি যুধিষ্ঠির মাহাতোর নেতৃত্বে পাঁচ প্রতিনিধি গিয়েছিলেন। সুজিত বলেন, "চিঠি দিয়ে না ডাকার প্রতিবাদ বৈঠকে শুরুতেই জানিয়েছি। আর জাতিসত্তার আন্দোলন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই দাবির সমর্থনে তিনি আগেই কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করেছেন।" জমির পড়চায় অতীতে জাতির উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে তা তুলে দেওয়া হয়েছে, এই বিষয়টিও জানানো হয়। এতে ওবিসি শংসাপত্র পেতে সুবিধা হত।এ দিকে, অজিতপ্রসাদের মন্তব্য, "ভোটের আগে তড়িঘড়ি বৈঠক ডেকে মুখ্যমন্ত্রী কি কুড়মিদের মন পাওয়ার চেষ্টা করছেন? এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী অনেক কথা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি।"৮ ও ৯ মার্চ পুরুলিয়ার হুলহুলি টাঁইড়ে বৈঠকের পর ১০ মার্চ সমাবেশ থেকে অজিতরা সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। সেই কর্মসূচিতে হাজির থাকতে এ দিন মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণও জানানো হয়। আদিবাসী নেগাচারী কুড়মি সমাজের মহামোড়ল অনুপ মাহাতোও বলেন, "বৈঠকের সদর্থক দিক নিয়ে এখন কিছু বলছি না। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভা ডেকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেব।" তবে তিনি জানিয়েছেন, দাবি নিয়ে বিরোধী দলনেতার সঙ্গেও তাঁরা বৈঠক করতে প্রস্তুত। চিঠি না পাঠিয়ে জেলা পুলিশ মারফত ডাকায় বৈঠকে যায়নি আদিবাসী জনজাতি কুড়মি সমাজ। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শিবাজী মাহাতো বলেন, "ঠিক ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর আমাদের কথা মনে পড়ে!"

“কাশী ও কাঞ্চিতে বেদের উচ্চারণ 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর সুরমূর্চ্ছনা”

নতুন দিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বারাণসীতে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র সভাঘরে সংসদ সংস্কৃত প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কাশী সংসদ প্রতিযোগিতার উপর একটি পুস্তিকা এবং একটি কফি টেবল বুকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন তিনি। কাশী সংসদ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, কাশী সংসদ ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা এবং কাশী সংসদ সংস্কৃত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। বারাণসীর সংস্কৃত পড়ুয়াদের মধ্যে বই, ইউনিফর্ম, বাদ্যযন্ত্র ও মেধার শংসাপত্র বিতরণ করেন তিনি। কাশী সংসদ ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার গ্যালারি পরিদর্শন করে প্রতিযোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তরুণ পড়ুয়াদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। এই অনুভূতি অনেকটা জ্ঞানের গঙ্গায় ডুব দেওয়া মতো। সুপ্রাচীন এই শহরের নিজস্ব পরিচয় রক্ষায় নতুন প্রজন্মের প্রয়াসের ভুয়সী প্রশংসা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন,

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ শনিবার ১১ ফাল্গুন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রসুন পাহারা দিতে মাঠে বন্দুক হাতে কৃষক

বাজারে রসুনের দাম আকাশছোঁয়া। কয়েক সপ্তাহ ধরেই মহারাষ্ট্র, গুজরাত এবং মধ্যপ্রদেশে রসুনের দাম বৃদ্ধি মধ্যবিত্তদের কপাল চিন্তার রেখা তৈরি করলেও এর ফলে কৃষকেরা যারপরনাই খুশি। তবে আনন্দের পাশাপাশি দুশ্চিন্তাও জুড়েছে। রসুনের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মাঠ থেকে রসুন চুরি হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ কৃষকদের।সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী এলাকার কালালিয়া গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় শাহের ক্ষেত থেকে চুরি যায় বস্তা বস্তা রসুন। এই ঘটনার পর নিজেদের ক্ষেত নিরাপত্তায় মুড়ে দিয়েছেন জীবন সিংহ এবং ভারত সিংহ নামে দুই কৃষক। ক্ষেতে আলাদা করে বসিয়েছেন সিসিটিভি ক্যামেরা। ক্ষেত পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছেন এক রক্ষীকেও। রক্ষীর সঙ্গে পাহারা দেওয়ার জন্য রয়েছে একটি কুকুর। তবুও ভরসা পাচ্ছেন না তাঁরা। চোর তাড়াতে বন্দুক হাতে মাঠেই বসে পড়েছেন তাঁরা।

জীবন জানান, গত বছর রসুন যে দামে বিক্রি হয়েছে চলতি বছরে তা চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবহাওয়া এবং রসুনের বীজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে চলতি বছরে রসুনের উতপাদনে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সেই কারণেই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে রসুনের।চুরি আটকাতে শেষমেশ বন্দুক হাতে ২৪ ঘণ্টা রসুন পাহারা দিতে মাঠেই বসে রয়েছেন কৃষকেরা। বন্দুকের ভয়ে আর চোর আসবে না এই ভরসায় মাঠে রয়েছেন তাঁরা। মধ্যপ্রদেশের মঙ্গরোলা গ্রামে বর্তমানে দৃশ্য অনেকটা এ রকমই।

শুধুমাত্র বন্দুকই ভরসা নয়, কড়া নজরদারি রাখতে ক্ষেতে ক্ষেতে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। নিজেদের ফসল বাঁচাতে ক্ষেতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কুকুরও। সেই কুকুরও মাঠ পাহারা দিচ্ছে। অপরিচিত কেউ মাঠে এলেই তাঁদের তাড়া করবে কুকুরগুলি। এর ফলে সুরক্ষিত থাকবে 'মহামূল্যবান' রসুনও।

সন্দেশখালিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতীয় মহিলা কমিশন, এসসি এসটি কমিশনের পর সন্দেশখালিতে পৌঁছালো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। শুক্রবার সকালে সন্দেশখালি ধামাখালি ফেরি ঘাট হয়ে সন্দেশখালি যায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে কথাও বলেন তারা।উল্লেখ্য মহিলাদের যেই দাবি শাহজাহান, শিবু, উত্তমের শাস্তি সেই বিষয় জাতীয় কমিশন গুলো কোন কথা বলছে না। তারা একটাই সুপারিশ করছেন রাষ্ট্রপতি শাসনের! সন্দেশখালি ঘটনার আগে থেকে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারির মুখে বার বার রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা শোনা গিয়েছে। এবার বিজেপি নেতাদের সুর বার বার শোনা যাচ্ছে জাতীয় কমিশন গুলোর রিপোর্টে।

মানুষের জমি, ভেড়ি লুঠ হয়েছে, মহিলাদের সম্মানহানি করা হয়েছে। যেই যেই তৃণমূল নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের মূল মাথা শাহজাহান এখনও পলাতক। তাকে না গ্রেপ্তার করছে ইডি না রাজ্য পুলিশ। শাহজাহান কোথায়? তাকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না? অভিযুক্ত যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের কঠোর শাস্তির কেন সুপারিশ করছে না কমিশন গুলো? এই সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পলাতক শাহজাহানের গ্রেপ্তারির দাবিতে উত্তাল শাহজাহান। ন্যাজাট থানার সামনে বার বার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন গ্রামবাসীরা। বাঁশ, লাঠি হাতে পথে নামেন গ্রামের মহিলারা।

তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয়েছেন উত্তম সরদার এবং শিবু হাজরা।তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান এবং তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, জমি দখল, ভেড়ি দখল সহ একাধিক অভিযোগ এনেছেন গ্রামবাসীরা।

উল্লেখ্য এসসি এসটি কমিশন, মহিলা কমিশন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানিয়েছে। রাজভবনে রাজ্যপালকে পাশে বসিয়ে এই কথা বলেছেন মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান রেখা শর্মা।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

স্কুলে পড়ার সময় সকলের কাছেই সরস্বতী পুজো ছিল ভীষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। সারা বছর মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে, তার জন্য আশীর্বাদটুকু মা সরস্বতীর থেকে আদায় না করলে হয়! ফলে সক্কাল-সক্কাল ঘুম থেকে উঠে, স্নান সেরে অঞ্জলিটা একদম বাঁধা থাকত। মনে থাকত হালকা ভয়, কী জানি, যদি অঞ্জলি মিস হয়ে যায়, ঠাকুর তো তা হলে 'পাপ' দেবেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সারা বিশ্বে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

সংবাদপত্র একটি দেশ ও জাতিকে যেমন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আবার জাতির সর্বনাশও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংবাদ পরিবেশনই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ খবর সমাজে শান্তি আনে, আর খারাপ খবর কখনো সমাজকে বিষিয়ে তোলে, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সেহেতু সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সতর্ক হয়েই লিখতে হয়। সংবাদপত্রে যে সংবাদ সেখানে বিধৃত হবে, সে সংবাদের নানাবিদ উপাদান পাওয়া যাবে সমসাময়িক সমাজ ও সমাজভূমি থেকে। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় চরিত্র, যা সেই রাষ্ট্রের সমাজ অর্থনীতি ও জীবন ব্যবস্থার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে অনিবার্যরূপে, তার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব সংবাদপত্রের ওপরও বর্তায়।

সংবাদপত্র এমন একটি দলিল যা যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। সংবাদপত্রকে গণতান্ত্রিক আশা-আকাক্সক্ষার বিকল্পহীন প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কারণেই গণতন্ত্র বিপন্ন হলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিপর্যয় ঘটে আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হলে গণতন্ত্রও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সংবাদপত্র মূলত পাঠকের জন্য এবং সে পাঠক অবশ্যই সমাজমনস্ক পাঠক। সংবাদপত্র যখন সমাজের অবিকৃত নানা ঘটনার একটি নিরপেক্ষ সংবাদচিত্র পাঠকদের উপহার দিতে পারে, তখন সে সংবাদপত্র শুধু পাঠকের খোরাক জোগায় না, একজন সাধারণ পাঠককেও সপ্রতিভ নাগরিক করে তোলে। একজন নাগরিক রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হলে সে যেমন জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারে না, তেমনি নিজের কল্যাণ সাধনও তার পক্ষে সার্থকভাবে করা সম্ভব নয়। নাগরিকদের রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জনের যত উপায় আছে, তার মধ্যে সংবাদপত্রের স্থান শীর্ষে। সংবাদপত্রের জগতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় এবং পৃথিবীর গণমাধ্যমগুলো অতিবৈজ্ঞানিক ত্বরিত সেবা প্রদান করতে সক্ষম হওয়ায় সংবাদপত্রের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে সাংবাদিকরা দুই জায়গায় দায়বদ্ধ। একটি বিবেক, অন্যটি সমাজ। কলমই হলো সাংবাদিকদের প্রধান অবলম্বন। সাংবাদিকদের অনেক কষ্টের মধ্য দিয়েও সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হয়। মিথ্যা সংবাদ কিছুক্ষণ বা কয়েকদিনের জন্য কারো কারো কাছে বাহবা কুড়াতে পারে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিংবা যারা সত্য জানেন তাদের কাছে চিরদিনের জন্য ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকে। সাংবাদিকদের লিখনী আমাদের দিকনির্দেশনা দিক। সবাই উন্নয়ন সম্পৃক্ত হই। শুধু আমাদের ভুলত্রুটি লেখাই সাংবাদিকদের কাজ নয়। বরং আমাদের উন্নয়নের চিত্রও জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। একজন সাংবাদিক কঠিন দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে লড়ে সীমিত অধিকার, চাপ ও মৌলিক অধিকার হরণকারী ভীতির মধ্যে সংবাদকর্মীদের সবসময় কাজ করতে হচ্ছে। একটা সংবাদের পেছনে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেধায় আমাদের সবার সামনে সত্য প্রকাশ হয় তাদের সম্পর্কে এখনো আমরা যতনশীল নই।সাংবাদিকতার প্রথম দায়বদ্ধতা সত্যের কাছে। সাংবাদিকতার প্রথম আনুগত্য নাগরিকজনের প্রতি। সাংবাদিকতার সার কথা হচ্ছে সুশৃঙ্খল যাছাই। যেমন যৌনতা, সন্ত্রাস, সহিংসতা ও বীভৎসতার উৎকট বা নগ্ন প্রকাশ নয়, মৃতের প্রতি সম্মান, লাশের ছবি না ছাপা, খারাপ ভাষা পরিহার, নিজের অবস্থান পরিষ্কার রাখা, ঘটনা বলবেন না-দেখাবেন, এটাই প্রকৃত সাংবাদিকতা। অন্যান্য পেশার মতো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কতক গুণ বা যোগ্যতা থাকা দরকার। সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রথম বিভাগের অনার্স পাস করেও অনেকে পরিপূর্ণ সাংবাদিক হতে পারেন না। আবার অনেকে সাংবাদিকতার ডিগ্রি না নিয়েও বড় মাপের সাংবাদিক হতে পেরেছেন। সাংবাদিক জন্ম নেয় না, তৈরি হয়। সাংবাদিক হবার জন্য কিছু গুণ থাকতে হয়। সাংবাদিক হতে হলে সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক থাকতে হবে। অবলোকনের চোখ থাকতে হবে। বোঝার জন্য মন থাকতে হবে।

আমার হাতে কলম আছে। তাই যা ইচ্ছা লিখে দেব, সংবাদপত্রে তা প্রকাশ করে দেব - এটাকে সাংবাদিকতা বলে না। যা ইচ্ছা তাই লেখার স্বাধীনতা কোনো সাংবাদিকের নেই। সাংবাদিকরা আইনের চোখে অন্য দশজনের সমান। কিন্তু পেশাগত কারণে একজন সাংবাদিক সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন। সৎ এবং বস্তুনিষ্ট সাংবাদিকদের মানুষ সমাদর করে, সম্মান করে। সাংবাদিকদের লেখায় সমাজের লাভের পাশাপাশি ক্ষতিরও কারণ হতে পারে। উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ প্রকাশ করা মোটেও সমীচীন নয়। এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে পাঠকরা সাংবাদিকদের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। পাঠকরা সাংবাদিকদের মতো গুছিয়ে লিখতে পারেন না বলেই সংবাদপত্রের দিকে হাত বাড়ায়। অন্যথায় মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। একজন সাংবাদিকের সাংবিধানিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, মানহানি, অশ্লীলতা, জননিরাপত্তা, ধর্মবিশ্বাস-বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হয়।তবে সফল সাংবাদিক হতে হলে তাকে উৎসর্গীকৃত প্রাণ হতে হবে। বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। সাহসী হতে হবে। সবসময় সৌজন্যবাদী ও বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে। শান্তশিষ্ট ও ভদ্র স্বভাবের হতে হবে। অহঙ্কারী অথবা বদমেজাজ ও মানসিকতাসম্পন্ন লোক কোনোদিন সাংবাদিক হতে পারেন না। সাংবাদিককে হতে হবে সৎ। সাংবাদিকতার পথ পিচ্ছিল এবং প্রলোভনে ভরা। যারা প্রলোভন অথবা লোভকে সামলাতে পারবেন তারা সৎ সাংবাদিক খ্যাতি অর্জন করতে পারবেন। সাংবাদিকের সবসময় চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। সাংবাদিক হবেন দল বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। সাংবাদিকতায় রসবোধ বা সাহিত্যবোধ থাকে না। তবে সাহিত্য মন ও তীব্র অনুভূতি থাকতে হয়। সাংবাদিকরা পাঠকদের জন্যই রিপোর্ট লিখবেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

"কাশী ও কাঞ্চিতে বেদের উচ্চারণ 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর সুরমূর্চ্ছনা"

ভারতের যুবশক্তি অমৃতকালে দেশকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে। কাশীকে ভারতের শাশ্বত জ্ঞানের রাজধানী আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এই শহর তার পূর্বতন গরিমা ফিরে পাচ্ছে, এটা সারা দেশের কাছেই অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়। প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, যাঁরা পুরস্কার পেলেন না, তাঁদেরও নিজেদের পরাজিত বা অনগ্রসর ভাবার কোনো কারণ নেই। প্রত্যেকেই এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। সাংসদ হিসেবে কাশীর উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ন্যাস, কাশী বিদ্বৎ পরিষদ এবং শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানান। আজ যে কফি টেবল বুক প্রকাশিত হল, তাতে গত ১০ বছরে কাশীর পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস ধরা রয়েছে বলে তিনি জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা সবাই বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছানুসারে চলছি। মহাদেবের আশীর্বাদে কাশীতে গত ১০ বছর ধরেওবিকাশের ডমরু ধ্বনিত হচ্ছে। সেখানে কোটি কোটি টাকার প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিবরাত্রি ও রংভারি একাদশির আগে কাশী উন্নয়নের উৎসব উদযাপন করছে। কাশীতে এখন বিকাশের গঙ্গা বইছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাশী কেবল আমাদের ধর্মের একটি তীর্থস্থানই নয়, ভারতের শাশ্বত চেতনার প্রাণবন্ত কেন্দ্র। অতীতে সারা বিশ্ব ভারতকে যে সমীহের দৃষ্টিতে দেখতো, অর্থনৈতিক শক্তি নয়, তার ভিত্তি ছিল সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি। কাশী ও বিশ্বনাথ ধামের মতো 'তীর্থ'গুলি ছিল দেশের উন্নয়নের 'যজ্ঞশালা'। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শৈব তীর্থ ছাড়াও কাশী বুদ্ধের শিক্ষাদানের কেন্দ্র, জৈন তীর্থঙ্করদের জন্মস্থান এবং আদি শঙ্করাচার্যের বোধিলাভের পুন্যভূমি। সারা দেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসায় কাশী মহামানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এমন বৈচির্ত্যপূর্ণ স্থানেই নতুন চিন্তাভাবনার জন্ম হয় এবং নতুন চিন্তাভাবনাই প্রগতিকে লালন করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বনাথ ধাম আমাদের নির্ণায়ক দিশা দেখাবে, ভারতকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে। বিশ্বনাথ ধাম করিডর আজ জ্ঞান ও ন্যায় বিচারের ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। কাশীতে একদিকে যেমন ধ্রুপদী সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা শোনা যায়, তেমনি শোনা যায় আধ্যাত্মিক সংলাপ। কাশী চিন্তাভাবনার বিনিময়ে উৎসাহ দেয়, সুপ্রাচীন জ্ঞানের সংরক্ষণ করে এবং নতুন আদর্শের জন্ম দেয়। কাশী সংসদ সংস্কৃত প্রতিযোগিতা এবং কাশী সংসদ জ্ঞান প্রতিযোগিতা এরই অঙ্গ, যেখানে সংস্কৃতে হাজার হাজার পড়ুয়াকে মেধাবৃত্তির সঙ্গে বই, পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা হয়। বিশ্বনাথ ধাম কাশী তামিল সংগমম এবং গঙ্গা পুষ্কারুলু মহোৎসবের মতো কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'একভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' প্রচারাভিযানেরও অঙ্গ হয়ে উঠেছে। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই শহর অন্তর্ভুক্তিকরণেরও বিকাশ ঘটাচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। কাশীর পণ্ডিতজন এবং বিদ্বৎ পরিষদ আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাচীন জ্ঞানের গবেষণা করছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, নতুন কাশী নতুন ভারতের অনুপ্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানকার যুব সমাজ বিশ্বজুড়ে ভারতীয় জ্ঞান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বার্তাবহ হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশে যেসব ভাষার অবদান সব থেকে বেশি, তার মধ্যে প্রধান হল সংস্কৃত। ভারত যদি এক ধারণা হয়, সংস্কৃত তার মূল প্রকাশ। ভারত এক যাত্রা হলে সংস্কৃত সেই ইতিহাসের এক প্রধান অধ্যায়। ভারত বৈচির্ত্যের মধ্যে ঐক্যের দেশ, সংস্কৃত তার উৎস। একসময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প - সব কিছু নিয়ে গবেষণারই প্রধান ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই সব শাখার মধ্য দিয়ে ভারত বিশ্বে তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছে। কাশী ও কাঞ্চিতে বেদের উচ্চারণ 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর সুরমূর্চ্ছনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ কাশী ঐতিহ্য ও উন্নয়নের মডেল হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্ব দেখছে কীভাবে ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে আধুনিকতার প্রসার হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি অযোধ্যার উল্লেখ করে বলেন, নবনির্মিত মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর অযোধ্যাও কাশীর মতো বিকশিত হচ্ছে। কুশিনগরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে জড়িত স্থানগুলিতে আধুনিক পরিকাঠামো ও সুযোগ সুবিধা গড়ে তুলছে। আগামী ৫ বছরে দেশ উন্নয়ন ও সাফল্যের এক নতুন মাত্রায় পৌঁছবে বলে অঙ্গীকার করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ হলো মোদীর গ্যারান্টি। আর মোদীর গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি। প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া সেরা আলোকচিত্রগুলি ভোটের মাধ্যমে বেছে নিয়ে পর্যটকদের জন্য পিকচার পোস্টকার্ড করার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। একটি স্কেচিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সেরা স্কেচগুলিকে নিয়েও পোস্টকার্ড করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। এছাড়া কাশীর জন্য একটি গাইড প্রতিযোগিতা করারও পরামর্শ দিয়েছেন শ্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কাশীর মানুষই তাঁর সব থেকে বড় শক্তি এবং তিনি একজন সেবক ও বন্ধু হিসেবে কাশীর প্রতিটি নাগরিকের সেবা করে যাবেন। অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সিনেমার খবর

ভক্ত না থাকলে আমাদের কোনো মূল্য নেই: অমিতাভ

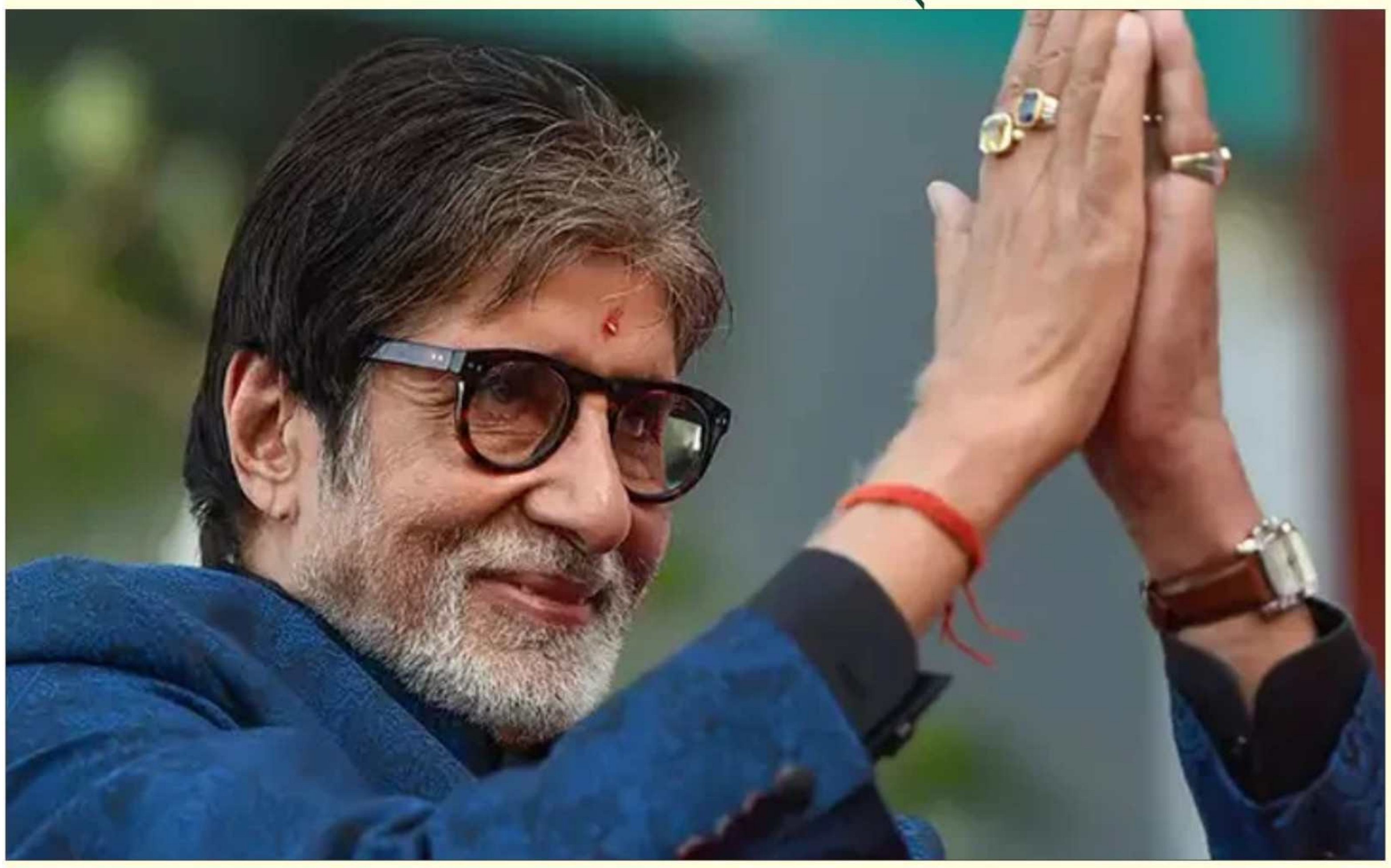

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল পেরিয়ে দুপুর। অমিতাভ বচ্চনের বাংলো 'জলসা'র সামনে তখন শতশত মানুষ দাঁড়িয়ে। কারও হাতে ছবি অমিতাভো আঁকা প্ল্যাকার্ড, কেউ আবার নিজের হাতে পর্দার 'ডন'কে এঁকেছেন। বিশেষ দিন ছাড়াও তার বাসার সামনে মানুষের এমন ভিড় থাকে। কখনো তিনি দেখা দেন, আবার কখনো তার দেখা না পেয়ে মলিন মুখে ফিরে যান ভক্তরা। কিন্তু গতকাল রোববার দিনটা ছিলো একেবারেই আলাদা।

'জলসা'র নীচে দাঁড়িয়ে থাকা অনুরাগীদের ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলেন অমিতাভ। নমস্কার করলেন। হাত নাড়লেন অনুরাগীদের দিকে। এতগুলো মানুষ শুধু তাকে দেখার জন্য দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, তা দেখে আবেগতাড়িতও হয়ে পড়েন অমিতাভ। একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়লেন অনুরাগীদের দিকে। অমিতাভের চোখেমুখে তখন আবেগে মাখামাখি। এই ভালবাসা পেয়ে তিনি যে আপ্লুত, তা তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'র পাতায় অনুরাগীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সেই ভিডিও ভাগ করে নিয়ে অমিতাভ লিখলেন, 'অনুরাগীরা না থাকলে আমাদের কোনও মূল্য নেই। কিচ্ছু নই আমরা।'

শ্রীময়ীকে বিয়ে করলেন কাঞ্চন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্পর্ক ভাঙার জল্পনার ইতি ঘটেছিল আগেই। তবে বিয়ে নিয়ে কানাঘুষা চলছিল। অবশেষে সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন পশ্চিবঙ্গের অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক। তিনি এবার গাঁটছড়া বাঁধলেন অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজের সাথে। প্রকাশ্যে এসেছে তাদের বিয়ের ছবিও। শ্রীময়ী জানিয়েছেন, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি দিন আইন মতে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে তাদের।

শ্রীময়ী বলেন, "এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, 'মিস' থেকে 'মিসেস' হয়ে গিয়েছি। একটা মিশ্র অনুভূতি কাজ করছে। দু'জনে মিলে সামনের দিনগুলি ভাল ভাবে কাটানোর কথা ভাবছি।" স্থানীয় গণমাধ্যমকে শ্রীময়ী আরও জানিয়েছেন আগামী ৬ মার্চ ঘরোয়াভাবে অনুষ্ঠান করা হবে। কোথায় অনুষ্ঠানটি হবে সে সব এখনও নির্ধারণ করা হয়ে ওঠেনি। আমন্ত্রিতদের তালিকাও প্রাথমিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। ৬ মার্চের পর পুরোদস্তর সংসার শুরু করবেন দু'জন।

পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাঞ্চনের আইনি বিচ্ছেদ হয় গত ১০ জানুয়ারি।

বাংলাদেশে বাকি জীবন কাটাতে চান কবীর সুমন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : উপমহাদেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কবীর সুমনের জন্ম ভারতের ওড়িশায়। বেড়ে ওঠা কলকাতাতে হলেও বাংলাদেশের প্রতিও বেশ টান রয়েছে তার। তাই জীবনের শেষ দিনগুলো বাংলাদেশে কাটাতে চান কবীর সুমন। সোমবার দুপুরের পর নিজের ফেসবুক আইডিতে দীর্ঘ পোস্ট দিয়ে এ ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি। বয়সের কারণে প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। কিছুদিন আগে টানা প্রায় সপ্তাহ খানেক হাসপাতালে থেকে এসে এমন উপলব্ধিই হয়েছে তার, এমনটাই উল্লেখ করেছেন ফেসবুক পোস্টে।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন,এই কথা আমি আগেও অনেকবার বলেছি। তাও ফের বলছি, কারণ আমার কথায় কোনও কাজ হচ্ছে না। এমন নয় যে সনাতনধর্মীয় নামধারী কোনও বঙ্গজ আমায় সম্মান করেন না। মুষ্টিমেয় কিছু বঙ্গজ করেন। কিন্তু বড্ড বেশি সংখ্যক সনাতনধর্মীয় বঙ্গজ আমায় ঢাক পিটিয়ে ঘৃণা করেন এবং তা জাহির করে সনাতনী সুখ পান।

নিজের নামের ব্যাখ্যা করে এ শিল্পী লেখেন, আর এক শ্রেণীর সনাতন-বঙ্গজ আছে যারা আমায় কবীর নামে ডাকতে চায় না। এরা, যা দেখেছি 'বামপন্থী'। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আমার নাম ভারতের সংবিধান মোতাবেক, ঘোষিতভাবে কবীর সুমন। ফার্স্ট নেম কবীর। সার্নেম সুমন।

আমার আয়কর ফাইল র‍্যাশন কার্ড, পাসপোর্ট, ভোটার আইডি, আধার কার্ড সর্বত্র এই নামটাই আছে। এই নামে আমি ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে লড়ে মাননীয় সি পি আই এম সদস্য ডক্টর সুজন চক্রবর্তীকে হারিয়ে দিয়ে লোকসভার সাংসদ হয়েছিলাম। ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বাংলায় তা সকলের জানার কথা। তা সত্ত্বেও সি পি আই এম করা বঙ্গজরা আমায় আমার বর্জিত নামে ডাকেন। শুধরে দিলেও শুধরে নেন না। আর নকশালপন্থী দলের বঙ্গজ নেতাও (নামে সনাতনধর্মীয়) আমায় ভুলেও কবীর সুমন বলেন না, কবীর তো নয়ই। তিনি অবিরাম সুমন সুমন করে যান। এদিকে সকলেই নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তিগত অধিকার বলতে গদগদ। আর একদল আছে, যারা আমায় গানওলা বলে ডাকে। কী বলি। বাংলাদেশিরা তাকে সম্মান করেন এটা উল্লেখ করে বলেন, যা বুঝেছি, আমায় নির্দ্বিধায় সম্মান করেন যাঁরা, প্রাপ্য সম্মানটুকু দেন যাঁরা তাঁরা সদলবলে বাঙলাদেশের নাগরিক। পশ্চিমবঙ্গের সনাতনধর্মীয় বঙ্গজদের মতো বাংলাদেশের কেউ আমায় সমানে, যে কোনও উপায়ে অপমান করে যান না। আর মাসখানেক পরে আমি ৭৫ পুরো করে ৭৬ এ পড়ব।

তবে কলকাতা তার প্রথম জানিয়ে বলেন, কলকাতা আমার প্রথম প্রেম। কলকাতা নামটা আমার গানে যতবার এসেছে আর কারুর কবিতায় গানে তা আসেনি। আমায় যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরা সকলেই কলকাতার সনাতনধর্মীয় বঙ্গজ। তাঁদের ছেড়ে থাকতে পারব না। কিন্তু, কারুর কোনও ক্ষতি না করা সত্ত্বেও সমানে অপমানিত হতে হতে এবারে আমি চাইছি এই দেশটা, মায় এই শহরটাও ছেড়ে চলে যেতে। এখানকার সনাতনধর্মীয় বঙ্গজদের মধ্যে অন্তত দুজন ফেসবুকে ঘোষণাও করেছেন 'হাসপাতাল থেকে ফিরে না এলেই ভাল হত।' তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু লেখেনি।

তার মৃত্যুর পর কি হবে সেটা জানিয়ে বলেন, মরে যাবার পর কোনও ধর্মীয় শেষকৃত্যের প্রশ্নই উঠবে না। আমার দেহ দান করা আছে। বাংলাদেশে মরলে সেখানকার কোনও হাসপাতালে আমার শরীর কাজে লাগানো যেতে পারে। আজও আমি ফেসবুকে আমার সম্পর্কে সনাতনধর্মীয় বঙ্গজদের খিস্তি পড়েছি। এতে আমার মধ্যে কোনও উত্তেজনা জাগেনি। জাগছে এই 'বিদেশটা' ত্যাগ করে ভাষা মতিনের দেশে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া, সেই দেশের কাজে লাগার ইচ্ছে।

তিনি বাংলাদেশের সরকারের কাছে সাহায্য চাইলেও পোস্টের শেষে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রতি। তিনি বলেন, প্রকাশ্যে সাহায্য ও আশ্রয় চাইছি। এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে বাংলা খেয়ালকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, রাজ্য ক্লাসিকাল মিউজিক কনফারেন্সে আমায় বাংলা খেয়াল গাইতে দিয়েছেন। এ রাজ্যের একজন শিল্পীও কিন্তু সংহতি জানাননি আমার সঙ্গে। যতদিন বেঁচে থাকব শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জি প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব, তাঁর পক্ষে থাকব। কেউ যদি পারেন আমায় সাহায্য করুন।

উল্লেখ্য, সংগীতশিল্পী কবীর সুমনের জন্ম ১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ ১৯৪৯। তিনি একাধারে গায়ক গীতিকার। পাশাপাশি কিছুদিন সাংবাদিকতা ও অভিনয়ও করেছেন। ছিলেন সংসদ সদস্যও। ২০০০ সালে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে তিনি তার পুরনো নাম পরিত্যাগ করেন। ১৯৯২ সালে তার 'তোমাকে চাই' অ্যালবামের মাধ্যমে তিনি বাংলা গানে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। তার রচিত গানের অ্যালবামের সংখ্যা পনেরো। দুই বাংলার তরুণদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় এই শিল্পী।

বাবা হতে চলেছেন বরুণ ধাওয়ান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডে ফের খুশির খবর। বলিপাড়ার হবু বাবা-মায়ের তালিকায় এবার নাম লেখালেন বরুণ ধাওয়ান এবং তার স্ত্রী নাতাশা দালাল। দুই থেকে তিন হতে চলেছেন বরুণ-নাতাশা।

রবিবার ইনস্টাগ্রামের পাতায় নিজেই এই সুখবর ভাগ করে নিলেন বরুণ। সাদা-কালো একটা ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেতা। ছবিতে হাঁটু মুড়ে বসে স্ত্রী নাতাশাকে চুম্বন করছেন বরুণ। এই ছবি পোস্ট করে বরুণ লিখেছেন, 'নাতাশা অন্তঃসত্ত্বা। আপনাদের সকলের ভালবাসা এবং আশীর্বাদ চাই।'

২০২১ সালের ২৪ জানুয়ারি দীর্ঘ ১৪ বছরের বন্ধু পোশাকশিল্পী নাতাশা দালালের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন বরুণ। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না, শুরুতে বরুণের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতে রাজি ছিলেন না নাতাশা। বেশ কয়েক বার প্রেম নিবেদন করেছিলেন বরুণ। তার পর নাকি নাতাশা শেষ পর্যন্ত রাজি হন। এক সময় বরুণ নিজের মুখেই এই কথা জানান।

একটি সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, 'ও আমাকে তিন-চার বার না বলেছিল। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি।' বাকিটা সকলেরই জানা।

এমবাপ্পের জায়গায় রাশফোর্ড!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিলিয়ান এমবাপ্পের পরবর্তী গন্তব্য এরই মধ্যে জেনে ফেলেছেন সবাই। কিন্তু কিলিয়ান চলে গেলে তাঁর জায়গায় কাকে খেলাবে পিএসজি, সেটা নিয়ে চলছে কানাঘুষা।

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টাইমস জানিয়েছে, এমবাপ্পে চলে যাওয়ার পর তাঁর শূন্যতা পূরণে ম্যানইউ থেকে মার্কাস রাশফোর্ডকে আনতে চায় ফরাসি ক্লাবটি। যদিও তাদের নজরে একাধিক ফরোয়ার্ড। যেখানে রাশফোর্ড ছাড়াও এসি মিলানের রাফায়েল লিও এবং নাপোলির গোলমেশিন ভিক্টর ওসিমহেন রয়েছেন। এই তিনজনের একজনকে রিক্রুট করতে পারে পিএসজি।

এদিকে এমবাপ্পের রিয়ালে যাওয়ার খবরে মাদ্রিদে চলছে নানা হিসাবনিকাশ। মূলত কিলিয়ান সেখানে যোগ দেওয়ার পর তাদের আক্রমণভাগে বড় একটা রদবদল হবে। আর সেই পরিবর্তন আনতে গিয়ে কোপটা পড়তে পারে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের ঘাড়ে। যদি কিলিয়ান তাঁর পথটা পেয়েই যান, তাহলে এমনও হতে পারে ভিনিকে অন্য কোনো ক্লাবে ধারে কিংবা নগদ ফির বিনিময়ে বেচে দেবে রিয়াল। যেমনটা হয়েছিল করিম বেনজেমার বেলায়।

রিয়ালে বদলে যাচ্ছে এমবাপ্পের জার্সি নম্বর?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়ালে ফরাসি ফুটবল তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে কত নম্বর জার্সি পাবেন? প্রশ্নটা আসছে ঘুরে ফিরে। কারণ, এতোদিন এমবাপ্পেও ৭ নম্বর জার্সিই পরে এসেছেন।

২০১৮ সালে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে তার গায়ে চাপছে নাম্বার সেভেন। একই নম্বরের জার্সি পরেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

তবে রিয়ালে ৭ নম্বর জার্সিটা পরেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। আর তিনি রোনালদোর ছেড়ে যাওয়া ৭ নম্বর জার্সিটার মানটাও রাখছেন ভালোভাবেই।

তাই এমবাপ্পের সাত পাওয়া নিয়ে শঙ্কা আছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের খবর বলছে, মাদ্রিদ জায়ান্টদের ঘরে এমবাপ্পে পেতে পারেন ১০ নম্বর জার্সিটি। যে জার্সি এর আগে গায়ে চাপিয়েছেন এমবাপ্পের স্বদেশি জিনেদিন জিদান। তারও আগে ১০ নম্বর জার্সিটি পরতেন হাঙ্গেরির ফেরেঙ্ক পুসকাস। আর বর্তমানে ১০ নম্বর জার্সিটি গায়ে চাপান আরেক রিয়াল তারকা লুকা মদরিচ।

ফের ইনস্টাগ্রামে ফিরলেন বেনজেমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় দুই মাস পর আবারও ইনস্টাগ্রাম চালু করলেন ফরাসি পেশাদার ফুটবলার করিম বেনজেমা। রোনালদোর বিপক্ষে হেরে যাওয়ার পরে ব্যাপক সমালোচনার মুখে সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রাম বন্ধ করে দেন বেনজামা।

মূলত গেল বছরের ২৬ ডিসেম্বর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ক্লাব আল নাসরের বিপক্ষে হেরেছিল বেনজেমার ক্লাব আল ইত্তিহাদ। এরপরে ফরাসি তারকা বেনজেমা নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে রাখেন। তখন ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন বেনজেমা, ভক্তরা তার ইনস্টাগ্রামে এসে শক্ত কথা বলতে থাকেন। পরে বাধ্য হয়ে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেন।

নাসরের বিপক্ষে ৫-২ গোলে হেরে যাওয়ার সময়ে বেনজেমার ইনস্টা ফলোয়ার ছিল প্রায় ৭৬ মিলিয়ন। তবে চালু করার পরে সেটি কমে ৭৫.৭ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। আবার এর আগে তিনি ১৩৭ জনকে অনুসরণ করতেন। বর্তমানে সেই তালিকায় রেখেছেন মাত্র ৭ জনকে, যারা তার স্পন্সরে রয়েছে।

দুর্বল প্রতিবেশির কাছে পয়েন্ট হারালো রিয়াল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা দল রিয়াল মাদ্রিদ। অপরদিকে রায়ো ভায়েকানো হলে টেবিলের নিচের দিক থেকে সপ্তমস্থানে থাকা দল। অথচ সেই ভায়েকানোর কাছে পয়েন্ট হারালো রিয়াল।

গতকাল রোববার রাতে হতাশাজনক এই ম্যাচে রিয়ালের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে ভায়েকানো। দুর্বল নগর প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে হারের লালকার্ড দেখারও বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে রিয়ালের।

রিয়ালের হতাশাজনক এই পারফর্মম্যান্সে লা লিগার শিরোপা জেতার দিকে এগিয়ে আসছে জিরোনা। যদি গত সপ্তাহে জিরোনাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে রিয়াল।

ভায়েকানোর বিপক্ষে ড্র করার পর ২৫ ম্যাচে টেবিলের শীর্ষেই থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ৬২। আর এক ম্যাচ কম খেলে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে আছে জিরোনা। টুর্নামেন্টের আরেক জায়ান্ট ক্লাব বার্সেলোনা আছে তৃতীয়স্থানে, ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে।

গতকাল অ্যাওয়ে ম্যাচের শুরুতেই গোল করে রিয়াল। ৩ মিনিটের মাথায় ভায়েকানোর জালে বল জমা করেন হোসেলু। কাউন্টার অ্যাটাকে গোলটি করেন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার।

এগিয়ে থাকার পর মাঠে দাপট ছিল রিয়ালেরই। কিন্তু ম্যাচের ২৭ মিনিটে গোল এরিয়ায় হ্যান্ডবল করে বসে রিয়াল। রেফারি ভিএআর চেক করে দেখেন রিয়ালের মিডফিল্ডার এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার হাতে বল লেগেছে। এতে সমতায় ফেরার দারুণ একটি সুযোগ পেয়ে যায় ভায়াকানো। সেই সুযোগ তারা হাতছাড়া করেননি স্বাগতিকরা।

ম্যাচের ৮০ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে লক্ষ্যে দুর্দান্ত একটি শট নিয়েছিলেন টনি ক্রুস। তবে সেই শট ভায়েকানোর গোলরক্ষক স্টোল ডিমিট্রিভস্কি দুর্দান্ত সেভে গোল পেতে ব্যর্থ হয় রিয়াল।

ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের ৫ মিনিটে লালকার্ড (দ্বিতীয় হলুদকার্ড) দেখেন রিয়ালের ডিফেন্ডার দানি কার্ভাহাল। এতে তিন মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে রিয়ালকে।

হারের হ্যাটট্রিকে প্রত্যাশার প্রদীপ 'নিভু নিভু' বায়ার্নের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টানা তৃতীয় ম্যাচে হেরে হ্যাটট্রিক করলো বায়ার্ন মিউনিখ। সর্বশেষ গতকাল রোববার রাতে ভিএফএল বোকামের বিপক্ষে ৩-২ গোলে হেরেছে জার্মান বুন্দেসলিগার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। হতাশাজনক এই হারে অপরাজিত থেকে টেবিলের শীর্ষে থাকা লেভারকুসেনের থেকে ৮ পয়েন্ট দূরে ছিটকে গেলো বায়ার্ন।

এর আগে গত সপ্তাহে লিগ খেলার উত্তেজনাকর লড়াইয়ে লেভারকুসেনের কাছে হেরেছে বায়ার্ন। একই সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্সম লিগের শেষ ষোলোতে প্রথম লেগের খেলায় ইতালিয়ান ক্লাব ল্যাজিওর বিপক্ষে বায়ার্ন হারে ১-০ গোলে। ফলে টানা তিন হারে প্রবল চাপের মুখে পড়েছেন কোচ থমাস টুসেল।

বোকামের ঘরের মাঠে খেলতে নেমে অবশ্য শুরুতেই এগিয়ে ছিল বায়ার্ন। মাত্র ১৪ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিরতিতে যাওয়ার আগেই পিছিয়ে পড়ে হ্যারি কেইনের দল। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে তাকুমা অ্যাসেনো ও ৪৪ মিনিটে কেভেন স্কোলোটারভিক বোকামের হয়ে গোল করেন। এতে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা।

ম্যাচের ৭৮ মিনিটে আবারও গোল হজম করে বায়ার্ন। এবার পেনাল্টি থেকে গোল করেন কেভিন স্টোগার। এতে বায়ার্ন পিছিয়ে পড়ে ৩-১ গোলে।

ম্যাচের ৮৭ মিনিটে গোল করে ব্যবধান কমান হ্যারি কেইন। বুন্দেসলিগার সর্বোচ্চ গোলদাতার গোলে ব্যবধান ৩-২ করে বায়ার্ন। এখন পর্যন্ত লিগ খেলায় ২৫টি গোল করেছেন এই ইংলিশ তারকা। তবে ম্যাচের ১৯তম মিনিটে গোল করার দারুণ একটি সুযোগ হাতছাড়া করেছেন কেইন। অনিয়ন্ত্রিত শটে গোলবারের উপর দিয়ে বল পাঠিয়ে দেন তিনি।

বায়ার্নের এমন বাজে পারফর্ম দেখে ক্ষুব্ধ দর্শকরা মাঠে টেনিস বল ছুঁড়তে শুরু করে। এতে খেলা কিছুক্ষণের জন্য বিলম্বিত হয়। পরে অবশ্য যথারীতি খেলা চলতে থাকে।

ম্যাচের ৭৬ মিনিটে লালকার্ড দেখেন দাওত উপামেসানো। এতে ১০ জনের দলের পরিণত হয় বায়ার্ন। ফলে গোল করাও তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও কেইন একজন কম নিয়ে খেলেও একটি গোল পেয়েছেন।

চলতি মৌসুমে বুন্দেসলিগায় ২২ ম্যাচ খেলে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয়স্থানে আছে বায়ার্ন। অপরদিকে এই জয়ে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে ১১তম স্থানে উঠে এসেছে বোকাম। ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লেভারকুসেন।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে উন্নতি ভারতের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুইবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে ভারত। কিন্তু টেস্টে সেরার তকমা এখনও আসেনি। আবার শুরু হয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। তার তৃতীয় রাউন্ডে পয়েন্ট টেবিলে উন্নতি হল ভারতীয় দলের। তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৪৩৪ রানের বিরাট ব্যবধানে হারানোর পর পয়েন্ট টেবিলে উন্নতি হয়েছে রোহিত শর্মাদের। দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গেছে ভারত। ৭ ম্যাচ খেলে ভারতের ৫৯.৫২ শতাংশ পয়েন্ট। ৪টি ম্যাচ জিতেছে, দুইটি হেরেছে এবং একটি ড্র হয়েছে। প্রথম স্থানে আছে নিউজিল্যান্ড। চারটি ম্যাচ খেলে কিউয়িদের ৭৫ শতাংশ পয়েন্ট। তিনটি ম্যাচ জিতেছে, একটিতে হেরেছে উইলিয়ামসনরা। তৃতীয় স্থানে ভারতের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে অস্ট্রেলিয়া। ১০টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে অজিরা। তারমধ্যে জিতেছে ৬টিতে, হেরেছে তিনটিতে। একটি ড্র হয়েছে। ৫৫ শতাংশ পয়েন্ট। চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান। সুতরাং রোহিতদের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ছাড়পত্র অর্জন করার লড়াই মূলত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে।

রেকর্ড সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডকে টেনে তুললেন রুট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহু দিন পর টেস্ট ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টির ঢঙে ব্যাটিং ছেড়ে ইংল্যান্ডের পুরো দলকে মন্থর ব্যাটিং করতে গেল। ইংল্যান্ডের বর্তমানওবাজবল্ল ছেড়ে নিজের স্টাইলে ফিরতেই রেকর্ড সেঞ্চুরিও হাঁকালেন ইংলিশ ব্যাটার জো রুট। হাল ধরলেন দলের ইনিংসের। ২১৯ বলে সেঞ্চুরি হাঁকান জো রুট।

শুক্রবার রাঁচিতে সিরিজের চতুর্থ টেস্টে ভারতের বিপক্ষে প্রথম দিন শেষে ৭ উইকেটে ৩০২ রান তুলেছে সফরকারীরা। যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি এসেছে রুটের ব্যাট থেকে। টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা ইংল্যান্ড ৪৭ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে। রুট নামার পর ১০ রান যোগ হতেই ফেরেন ভালো কিছুর ইঙ্গিত দেওয়া জ্যাক ক্রলি। মিডিয়াম পেসার আকাশ দীপের বলে বোল্ড হওয়ার আগে ৪২ বলে ৪২ রান করেন এই ওপেনার।

রুট অবশ্য প্রথমে জনি বেয়ারস্টো ও পরে বেন ফোকসকে নিয়ে জুটি গড়েন। ফোকসের সঙ্গে তার জুটিতে আসে ১০০ রানের বেশি। বেয়ারস্টো ৩৫ বলে ৩৮ এবং ফোকস ১২৬ বলে ৪৭ রান করে আউট হন। মাঝে ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস (৩) ফেরেন দ্রুতই। ১১২ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। লোয়ার মিডল অর্ডারে টম হার্টলে (১৩) চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। ২৪৫ রান তুলতেই সপ্তম উইকেট হারায় স্টোকসবাহিনী। তবে দিনের শেষ ভাগে রুটকে দারুণ সঙ্গে দেন ওলি রবিনসন। দু'জনের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে এসেছে ৫৭ রান। রুট অপরাজিত রয়েছেন ১০৬ রানে, বল খেলেছেন ২২৬টি। বিপরীতে রবিনসন কাল ব্যাট করবেন ৩১ রান নিয়ে। তাদের ব্যাটে ভর করেই স্বস্তিতে দিন পার করে ইংল্যান্ড। দলকে বিপদমুক্ত করার পথে নিজেও বেশ কয়েকটি মাইলফলক ও রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন রুট।

ভারতের বিপক্ষে আজকের সেঞ্চুরিটি রুটের টেস্ট ক্যারিয়ারের ৩১তম। এই সেঞ্চুরির গুরুত্ব অবশ্য আরও বেশি। টেস্টে ভারতের বিপক্ষে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১০টি সেঞ্চুরি মালিক এখন রুট। ৯ সেঞ্চুরি নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ভারতের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশিবার ৫০-এর বেশি স্কোর করার রেকর্ডেও শীর্ষে উঠেছেন রুট। তবে এই রেকর্ডে তার সঙ্গী অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি রিকি পন্টিং।

রুটের কীর্তি এখানেই শেষ নয়। সেঞ্চুরির পথে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৯ হাজার রানের মাইলফলকও পেরিয়ে গেছেন তিনি। এই কীর্তিতে ক্রিকেট ইতিহাসে চতুর্থ দ্রুততম (৪৪৪ ইনিংস) তিনি। এখনও শীর্ষ পর্যায়ে খেলছেন, এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে তার চেয়ে বেশি রান করেছেন শুধু ভারতের বিরাট কোহলি (২৬,৭৩৩ রান)।

এছাড়া সাবেক সতীর্থ অ্যালিস্টার কুকের দুইটি রেকর্ড ভেঙেছেন রুট। ভারতের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি বাউন্ডারি হাঁকানোর রেকর্ড এখন রুটের দখলে। এছাড়া ভারতের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি (৯১টি) পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস খেলার রেকর্ডও কুকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন রুট।

'আম্পায়ার্স কল' বাদ দেওয়ার পক্ষে স্টোকস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রাজকোট টেস্ট হেরে খুশি নন বেন স্টোকস। হারের পর নিজের দলের ক্রিকেটারদের নয়, বরং ভারতের মাঠে প্রযুক্তিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। ইংরেজ অধিনায়কের অভিযোগ, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ডিআরএস তাদের বিপক্ষে গেছে। সেই কারণে নিয়ম বদল করার দাবি তুলেছেন তিনি।

ভারতের বিপক্ষে ইংল্যান্ড টেস্টে আম্পায়ার্স কলের শিকার হয়েছেন জ্যাক ক্রলি। তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসের নবম ওভারে জাসপ্রিত বুমরার বলে ক্রলিকে এলবিডব্লিউ আউট দেন আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনা। ব্যাটার রিভিউ নিয়েছিলেন। সেখানে যেভাবে দেখানো হয় তাতে মনে হয়েছে, সম্ভাব্য পথ অনুযায়ী বলটি লেগ স্টাম্পের উপরিভাগ মিস করতো! শেষ পর্যন্ত 'আম্পায়ার্স কল' এর কারণে সাজঘরে ফিরতেই হয় তাকে। এই সিরিজে দ্বিতীয়বার সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকার পরেও আম্পায়ার্স কলের বলি হয়েছেন ক্রলি। রাজকোট টেস্টের পরে স্টোকস একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ক্রলির রিভিউ আমাকে অবাক করেছে। রিভিউতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, বল স্টাম্পের উপর দিয়ে গিয়েছে। তার পরেও কী ভাবে আম্পায়ার্স কল থাকল। বল স্টাম্পে লাগলে তবেই আম্পায়ার্স কল হত। সেটা হয়নি। তা হলে হয় ছবিতে কোনও ভুল ছিল, না হলে তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে। এ রকম ভুল প্রযুক্তি আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। এটা ঠিক নয়।'

কিন্তু বিষয়টাতে মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি স্টোকস। কথা বলার এক পর্যায়ে আম্পায়ার্স কল নিয়ে তিনি এভাবেই বলেছেন, 'সবাই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড চাইবে। ভারতের মতো জায়গায় যেখানে বল ঘুরে সেখানে আম্পায়ারদের কাজটা অনেক কঠিন। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, বল স্টাম্পে আঘাত করবে মানে স্টাম্পেই আঘাত করবে। সত্যি কথা হচ্ছে, তাদের আম্পায়ার্স কলটা সরিয়ে নেওয়া উচিত। বিষয়টা নিয়ে বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না। কারণ, তাতে মনে হবে এই কারণেই বুঝি টেস্ট হেরেছি।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR